বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(সিভিল রিভিশনাল জুরিসডিকশান)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

সিভিল রিভিশন নং ৮৫৮১/১৯৯১
সিভিল রিভশন নং 185/ ১৯৮৬ (কুমিল্লা)

ইন দি ম্যাটার অফঃ
মনা মিয়া,গং
--------বাদী-অপরপক্ষ-দরখাস্তকারীগণ।

বনাম

আবদুস সোবহান, গং
----------বিবাদী-দরখাস্তকারী-অপরপক্ষগণ।

কোন পক্ষের কেহই উপস্হিত নাই।

রায় প্রদান ঃ ৩১ মার্চ ২০১১ ইংরেজি।

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার মুন্সেফ (বর্তমানে সহকারী জজ) কর্তৃক দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯নিয়ম ১৩ এর বিধান অনুযায়ী দায়েরকৃত বিবিধ ২/১৯৮৪ নং কেইসে প্রদত্ত ১৬-০৬-১৯৮৬ ইং তারিখের আদেশ এর বিরুদ্ধে সংক্ষুদ্ধ হইয়া বাদী-অপরপক্ষ-দরখাস্তকারী দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারার বিধান অনুযায়ী তৎকালীন কুমিল্লা হাইকোর্ট বেঞ্চে অত্র রিভিশন দায়ের করেন। অতপর বিজ্ঞ একক বেঞ্চ অপর পক্ষগণের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত মর্মে রুল জারী করেন।

“Records need not be called for. Let a Rule issue calling upon the opposite parties to show cause as to why the order complained of in the petition moved in court to day should not be set aside or such other or further order or orders passed as to this court may seem fit and proper.

The Rule is made returnable within three weeks form date.”

রুলটি নিষ্পত্তির স্বার্থে সংক্ষিপ্ত মামলার ঘটনাবলী নিম্নরূপ; অত্র দরখাস্তকারী বাদী হইয়া কুমিল্লা ৩য় মুন্সেফ (বর্তমানে সহকারী জজ) বুড়িচং, কুমিল্লা আদালতে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ৪৮০/ ১৯৭৭ দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমার বিবাদী যথাযথ সমন প্রাপ্ত হন, লিখিত বর্ণণা দাখিল করেন এবং মোকদ্দমাটি চুড়ান্ত শুনানীর জন্য নির্ধারিত হইলে বিবাদী পক্ষ হাজির না থাকার জন্য ০৩-১১-১৯৮২ ইং তারিখ একতরফা রায় ও ডিক্রী হয়।

উক্ত একতরফা রায় ও ডিক্রী রদ ও রহিতের জন্য বিবাদী পক্ষ দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ এর বিধান মতে বিবিধ কেইস নং ১৩৩/১৯৮২ দায়ের করেন। অতপর উপজেলা সদরে মুন্সেফ আদালত স্থানান্তর হইলে উক্ত বিবিধ কেইসটি কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলা মুন্সেফ আদালতে বদলী হয় এবং উক্ত বিবিধ কেইসটির পুনঃ নাম্বার হয় ২/১৯৮৪, কেইসটি ২৭/০৫/১৯৯৬ ইং তারিখ কোন পক্ষের হাজিরা না থাকার জন্য বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ খারিজ হয়। তৎপর উক্ত বিবিধ কেইস এর দরখাস্তকারী দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৪৩ নিয়ম ১ (ডি) এর বিধান মতে কোন আপীল দায়ের না করিয়া দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারার বিধান মতে ২৭/০৫/১৯৯৬ ইং তারিখের খারিজ আদেশ পুনরুদ্ধারের আবেদন করেন। বিজ্ঞ মুন্সেফ দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতি কোন নোটিশ জারী না করিয়া ১৬/০৬/১৯৯৬ ইং তারিখে উক্ত খারিজ আদেশ রদ ও রহিত করেন। দরখাস্তে আরো উল্লেখ করেন যে পূর্ববর্তী বিবিধ কেইস

০২/১৯৮৪ খারিজ হওয়ার আদেশ পুনঃ বহাল হওয়ার জন্য বাদী দরখাস্তকারী সিভিল রিভিশন নং ১৬৯/৮৪ দায়ের করেন উক্ত সিভিল রিভিশনটি বিবাদী-অপরপক্ষকে একটি সুযোগ প্রদান সাপেক্ষে ডিসচার্জ হয়। দরখাস্তকারী আরো বর্নণা প্রদান করেন যে, উল্লেখিত বিবিধ কেইসটি ইতিপূর্বে ২৬-০৪-১৯৮৬ ইং তারিখে বিবাদী-দরখাস্তকারী-অপরপক্ষের অনুপস্হিতে খারিজ হইলেও ১২-০৫-১৯৮৬ইং তারিখে বিবাদী-দরখাস্তকারী-অপরপক্ষের স্বাক্ষ্য গ্রহণ ছাড়াই দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারার বিধান মতে পুনঃরুদ্ধার হয়। পরবর্তীতে উক্ত বিবিধ কেইসটি ২৭-০৫-১৯৯৬ইং তারিখে শুনানীর জন্য পুনঃনির্ধারণ করা হইলেও ঐ তারিখও বিবাদী-দরখাস্তকারী-অপরপক্ষ অনুপস্হিত থাকার জন্য পুনারায় বিবিধ কেইসটি খারিজ হয়। উক্ত খারিজ আদেশের বিরুদ্ধে বিবাদী-দরখাস্তকারী-অপরপক্ষ পুনরায় ১৫১ ধারার বিধান অনুযায়ী বিবিধ কেইস পূর্নবহালের জন্য পুনরায় দরখাস্ত দাখিল করিলে বিজ্ঞ মুন্সেফ বিগত ২৭-০৫-১৯৮৬ ইং তারিখের প্রদত্ত তাঁহার নিজের স্বব্যাখ্যা আদেশ উপেক্ষা করিয়া ১৬-০৬-১৯৮৬ ইং তারিখের আদেশ বলে বিবিধ কেইসটি পুনরায় পূর্নবহাল করেন। যাহার পরিপ্রেক্ষিতে বাদী-অপরপক্ষ-দরখাস্তকারী অত্র রিভিশন দায়ের করেন এবং কুমিল্লা হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ প্রথমে রুল জারী করেন। পরবর্তীতে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক বাতিল হইলে উক্ত হাইকোর্ট বিভাগ ঢাকায় স্হানান্তরিত হয়।

রুলটি শুনানীর কালে কোন পক্ষই হাজির হন নাই। বাদী-অপরপক্ষ-দরখাস্তকারী তাহাঁর দরখাস্তে প্রধান হেতুবাদ বর্ণনা করেন যে, বিবিধ কেইসটি পূনঃ নাম্বারে পুর্নবহাল করার আইন সংঙ্গত কোন কারণ

নাই, কেননা দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৪৩ নিয়ম (১)ডি, এর বিধান অনুযায়ী ১৬-০৬-১৯৮৬ ইং তারিখের তর্কিত আদেশ এর বিরুদ্ধে বিবাদী-অপরপক্ষের আপীলের মাধ্যমে সুনির্দ্দিষ্ট প্রতিকার পাওয়ার সুস্পষ্ট বিধান থাকায় দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারা বিধান মতে বিজ্ঞ মুন্সেফ (সহকারী জজ)অর্ন্তনিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন তাহা আইনগত ভুল সিদ্ধান্ত এবং ন্যায় বিচার প্রতিহত হইয়াছে বিধায় উক্ত আদেশটি রদ ও রহিত হওয়া উচিৎ।

বাদী-দরখাস্তকারী আরো বর্ণনা করেন যে, দরখাস্তকারী-অপরপক্ষের (বাদী-বিবাদীর) সাক্ষ্য গ্রহণ ব্যাতিরেকে কোন রকম ব্যাখ্যা প্রদান ছাড়াই তর্কিত আদেশটি প্রদান করা হইয়াছে, যাহা আইনের ভুল প্রয়োগ।

আদালতের সামনে একটি মাত্র বিচার্য বিষয় তাহা হইল, বিজ্ঞ মুন্সেফ (সহকারী জজ) আদালতের ১৬-০৬-১৯৯৬ ইং তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে বিবাদী-দরখাস্তকারী-অপরপক্ষের আপীল এর এখতিয়ার ছিল কিনা এবং বিজ্ঞ মুন্সেফ (সহকারী জজ) দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারার অর্ন্তনিহি.ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া আইন এর কোন ভুল সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন কিনা? এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে বিবিধ কেইস নং ০২/৮৪ এর ২৭-০৫-৮৬ ইং তারিখের ১১৫নং আদেশ নিবিড় ভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক যাহা নিম্নরূপঃ-

“প্রার্থী পক্ষ (অপরপক্ষ) হাজিরা দেয় নাই। অদ্য মোকদ্দমা এক তরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। কিন্তু প্রার্থী পক্ষ (অপরপক্ষ) কোন প্রকার তদ্বীর করে নাই। It appears from the case record that this case was

dismissed for default twice on 27.03.84 and 26.04.86, and it was restored for ends of justice to its original no. and file.

This case is fixed for experte hearing to-day.

But this time also the petitioners have failed to come forward to prosecute the case experte by producing sufficient evidence in support of their Misc. petition under order 9 rule 13 of C.P.C.

In these circumstances, and facts I am inclined to hold the view that the petitioner have lost their interest in this case and wherefore I think, this case should not be dragged any longer.

Hence it is,

O R D E R

This case is dismissed for default.

Sd/- Shah –E-Alam Chowdhury.

Munsif.”

একই সাথে তর্কিত আদেশটি ও একই বিজ্ঞ মুন্সেফ (সহকারী জজ) কর্তৃক প্রদত্ত, আদেশ নং ১১৬ অর্থাৎ ক্রমিক অনুযায়ী পরের আদেশ, তারিখ ১৬-০৬-১৯৮৬ যাহা পর্যবেক্ষণের জন্য নিম্নে উল্লেখ করা হইলঃ-

“প্রার্থী পক্ষ (অপরপক্ষ) দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ১৫১ ধারার বিধান মতে এক দরখাস্ত দায়ের করতঃ দরখাস্তের বর্ণিত কারণে অত্র মোকদ্দমার বিগত ২৭-০৫-৮৬ ইং তারিখের খারিজের আদেশ Vacate (ভ্যাকেট)ক্রমে মোকদ্দমা পরিচালনা করার আদেশ দানের প্রার্থনা করিয়াছেন। দরখাস্তের অনুলিপি অপর পক্ষকে(দরখাস্তকারী) দেওয়া হয় নাই” “ Hd. prayer is allowed on the ground stated in the petition and

for ends of Justice. The dismissal order of this case dt. 27-05-86 is hereby set-aside and the Misc. Case be restored to its original file" (V.O.P). To 23/06/86 for experte disposal.

Sd/- Shah-E-Alam Ch. Munsif."

আদেশ ২টি পাশাপাশি রাখিয়া বিচার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে একই বিজ্ঞ বিচারক ২৭-০৫-৮৬ ইং তারিখ বিবিধ কেইস খারিজের আদেশটি বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি সুস্পষ্ট ভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন যে, It appears from the case record that this case was dismissed for default twice on 27.03.84 and 26.04.86, and it was restored for ends of justice to its original no. and file. তথা বর্তমান তর্কিত খারিজ আদেশ নিয়া বিবিধ কেইসটি তিন তিন বার খারিজ হইয়াছে; তারপর ও বিজ্ঞ মুন্সেফ ন্যায় বিচারের স্বার্থে বারবার বিবিধ কেইস পুর্নবহাল করিয়াছেন। যে ক্ষেত্রে বিজ্ঞ মুন্সেফ (সহকারী জজ) ১১৫ নং আদেশ তারিখ ২৭-০৫-১৯৮৬ ইং মুলে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ এর বিধান মতে দাখিল কৃত বিবিধ কেইস ২/৮৪ খারিজ করেন এবং সেক্ষেত্রে কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই পরবর্তীতে ১৬-০৬-১৯৮৬ ইং তারিখের তর্কিত ১১৬ নং আদেশ প্রদান করেন তাহা বোধোগম্য নয়। দেওয়ানী-৪৮০/৭৭ নং মোকদ্দমা টি অপরপক্ষের জবাব দাখিলের পর মোকদ্দমার পরর্বতী সকল স্তরগুলি প্রতিপালন সাপেক্ষে ০৩-১১-১৯৮২ ইং তারিখে একতরফা রায়-ডিক্রি হইয়াছে। যাহার বিরুদ্ধে বিবাদী-অপরপক্ষ কথিত বিবিধ কেইস দায়ের করিয়াছেন, যাহা তিন তিন বার খারিজ হইয়াছে বলিয়া বিজ্ঞ আদালতের ২৭.০৫.১৯৮৬ ইং তারিখের আদেশে সুস্পষ্ট মন্তব্য রহিয়াছে এবং যে আদেশ এর বিরুদ্ধে দেওয়ানী

কার্যবিধিতে সুস্পষ্ট ও সুর্নিদ্দষ্ট বিধানে প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ রহিয়াছে সেই ক্ষেত্রে এক পক্ষের উপর ন্যায় বিচারের স্বার্থে দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারার বিধান অনুযায়ী বার বার বিবিধ কেইস পূর্নবহাল এর আদেশ অন্য পক্ষ যে ন্যায় বিচার হইতে বঞ্চিত হইতেছেন তাহা বিজ্ঞ নিম্ন আদালত চরমভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন তাহাই এই মামলায় দৃশ্যমান। কেননা বিজ্ঞ মুন্সেফ তাহাঁর ২৭-০৫-১৯৮৬ইং তারিখের ১১৫ নং আদেশ এবং ১৬-০৬-১৯৮৬ ইং তারিখের ১১৬ নং আদেশ পাশাপাশি থাকা সত্বেও তাহা বিচার বিশ্লেষণ না করিয়া ২৭-০৫-১৯৮৬ ইং তারিখের আদেশের পরে পুনরায় ১৬-০৬-১৯৮৬ ইং তারিখে দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারায় বিধান অনুযায়ী অর্ন্তনিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ এর তর্কিত আদেশ হয় আবেগতাড়িত না অবহেলাজনিত বলিয়া সুস্পষ্ট প্রতীয়মান। দেওয়ানী কার্যবিধি আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ এর বিধান মতে কোন দরখাস্ত খারিজ হইলে তাহার বিরুদ্ধে একই কার্যবিধির আদেশ ৪৩ নিয়ম ১(ডি) অনুযায়ী আপীল করার সুর্নিদ্দিস্ট ও সুস্পষ্ট বিধান রহিয়াছে তাহা প্রতিপালন না হওয়ায় বিজ্ঞ নিম্ন আদালত আইন প্রয়োগে যে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ন্যায় বিচার ব্যাহত হইয়াছে। যেখানে আইন এর বিধিবদ্ধ প্রতিকার পাওয়ার সুস্পষ্ট ও সুর্নিদ্দিষ্ট বিধান রহিয়াছে যেখানে দেওয়ানী কার্যবিধি ১৫১ ধারার বিধানের অর্ন্তনিহিত ক্ষমতা প্রয়োগকে সীমিত করে দেয় এ ক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের ভুরি ভুরি নজীর রহিয়াছে, তন্মধ্যে;

Punijab Ali Pramanik and others–Vs-Mohd. Mokarram Hossain 29DLR (SC)(1977) মোকদ্দমায় যে সিদ্ধান্ত হয় তাহা প্রণিধানযোগ্য- “ Where specific relief is available, inherent powers of

Courts u/s 151 can not be invoked Mistaken exercise of such jurisdiction can however be removed.

ইহা ছাড়া হাইকোর্ট বিভাগের 28 DLR 252, Aziz -Vs- Janata Bank, মোকদ্দমায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত হয় যেঃ-“ If an alternative remedy is available or provided by the code itself then application under section 151 does not lie.”

সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, মূল দেওয়ানী মোকদ্দমাটি বিবাদীর জবাব দাখিলের পর বিগত ০৩-১১-১৯৮২ ইং তারিখে একতরফা রায়-ডিক্রি হয়; সেই একতরফা-রায় ডিক্রির রদ ও রহিতের জন্য বিবাদী-অপরপক্ষ বিবিধ (ছানী) কেইস করেন। বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের মন্তব্যে দেখা যায় উক্ত বিবিধ মামলা তিন তিন বার খারিজ হইয়াছে এবং তাহা দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারার বিধান অনুযায়ী ন্যায় বিচারের স্বার্থে বার বারই পুর্নবহাল করা হইয়াছে। দেওয়ানী ৪৮০/১৯৮২ নং মোকদ্দমার প্রদত্ত ০৩.১১.১৯৮২ ইং তারিখের একতরফা রায়-ডিক্রি রদের নিমিত্তে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ এর বিধান মতে আনীত বিবিধ কেইস পুণর্বহালের দরখাস্ত যেখানে তিন তিন বার খারিজ হইয়াছে যেখানে বিবাদী-দরখাস্তকারী-অপরপক্ষের মামলার উপর কোন ন্যুনতম স্বার্থ অবশিষ্ট আছে বলিয়া আদালত বিশ্বাস করার কোন যৌক্তিক কারণ খুঁজিয়া পাইতেছেনা।

দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারার বিধান অনুযায়ী শুধুমাত্র বিবাদী-দরখাস্তকারী-অপরপক্ষ-ই ন্যায় বিচার পাইতে হকদার নহে, সেই ক্ষেত্রে বাদী-অপরপক্ষ-দরখাস্তকারী ও ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার রাখে; যাহা বিজ্ঞ মুন্সেফ উপধাবন করিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া দেওয়ানী কার্যবিধির

বিধান অনুযায়ী সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও বিবাদী-দরখাস্তকারী-অপরপক্ষকে ১৫১ ধারার বিধান অনুযায়ী বার বার বিবিধ কেইস পুনর্বহাল এর আদেশ প্রদান করিয়া বিজ্ঞ মুন্সেফ নিজের আদেশকেই শুধু অবমূল্যায়ন করেন নাই বরং দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৪৩ নিয়ম ১ (ডি)তে প্রদত্ত সুস্পষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট বিধানে আপীল করার অধিকার থাকা সত্ত্বে ও তাহা উপেক্ষা করিয়া বাদী-অপরপক্ষ-দরখাস্তকারী প্রতি অবিচার করিয়াছেন যেখানে তিনি ১৯৮২ সালে মূল মোকদ্দমায় রায়-ডিক্রি পাইয়াছেন এবং উক্ত আদেশ প্রদানে ভূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যাহা রদ ও রহিত হওয়া উচিৎ বলিয়া আদালত মনে করে।

উপরোক্ত আলোচনা, পর্যালোচনায় ও কারণাধীনে আদালত এই সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছে যে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত দেওয়ানী কার্যবিধিতে সুস্পষ্ট ও সুর্নিদ্দিষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও ১৫১ ধারা অর্ন্তনিহিত ক্ষমতা বার বার ব্যবহার করিয়া বির্তকিত আদেশটি প্রদানের সিদ্ধান্ত ভুল ধারণার প্রসূত, সেহেতু ন্যায় বিচার ব্যাহত হইয়াছে, বিধায় আদেশটি রদ ও রহিত হওয়ার যোগ্য।

এমতাবস্থায় বর্ণিত কারণে রুলটি (Absolute) এ্যাবসলিউট হওয়া উচিৎ।

অতএব,

ফলাফল

রুলটি বিনা খরচায় (Absolute) এ্যাবসলিউড করা হইল এবং ১৬-০৬-১৯৮৬ইং তারিখের বিবিধ ২/৮৪ নং কেইসে বুড়িচং উপজেলা মুন্সেফ (বর্তমানে সহকারী জজ) আদালতের প্রদত্ত আদেশ রদ ও রহিত করা হইল।